প্রথম আলো

17 JAN 2013

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম আলো জবসের গোলটেবিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ চাকরিপ্রার্থী গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাচ্ছে না। এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। গুণগত শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (ইন্ডাস্ট্রি) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়াতে হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'গ্র্যাজুয়েট বেকারত্ব মোকাবিলা: প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়-ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতা' শীর্ষক এ বৈঠকের আয়োজন করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম আলো জবস। আগামী ২৪-২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-প্রথম আলো জবস ক্যারিয়ার মেলাকে সামনে রেখে এ গোলটেবিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল *ডেইলি স্টার*। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল *প্রথম আলো*, চ্যানেল আই ও এবিসি রেডিও। আলোচনায় বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও প্রশিক্ষকেরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটন চেম্বারের (এমসিসিআই) সভাপতি রোকেয়া আফজাল রহমান বলেন, চাকরির জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় ভালো লোক চায়। কিন্তু যা দরকার তা পাওয়া যায় না। এ জন্য উচ্চশিক্ষার বিদ্যমান নীতি পরিবর্তন করতে হবে।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বছরে তত্ত্বীয় শিক্ষাকে কীভাবে ব্যবহারিক শিক্ষায় পরিণত করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আহমেদ শফি বলেন, শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ওপর জোর দিতে হবে। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, এমন শিক্ষাক্রম হওয়া উচিত যেন চাকরি শিক্ষার্থীদের পেছনে খোঁজে। এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশনের চেয়ারম্যান হুমায়ুন রশীদ বলেন, চাকরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসছেন তাঁরা প্রস্তুত নন। এটা শুধু তাঁদের দোষ নয়, তাঁদের সেভাবে শেখানো হচ্ছে না।

বিটপির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সারাহ আলী বলেন, বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমরা টেকনোলজির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফুল আলম বলেন, বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কথা বলতে হবে। বিটিআইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়েজ খান বলেন, বর্তমান সমস্যার জন্য দায়ী বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা।

ইপিলিয়ন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজউদ্দিন আল মামুন নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, 'আমরা যা বলি তা বিশ্বাস করি না, আমরা বলি ট্রাফিকমুক্ত শহর চাই, কিন্তু আমরাই উল্টো পথ দিয়ে গাড়ি চালাই। আমাদের দরকার ক্রিকেটার, তৈরি করছি কাবাডি খেলোয়াড়।' গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আজিজুল হক বলেন, মূল উন্নয়ন হওয়া দরকার চাকরিতেই। কারণ, সবাই একেবারে দক্ষ হয়ে আসবে, সেটা ঠিক নয়।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম দক্ষতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশে খুবই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে, এখানে অনেক লোক কিছু চাকরির জন্য ছুটছে এবং অনেক চাকরি কিছু লোকের পেছনে ছুটছে।

ডেইলি স্টার-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাঈদ উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন এইচ আর কাইটসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাউদ বিন মাসউদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, ব্র্যাকের ক্যারিয়ার সার্ভিসেস অফিসের উপদেষ্টা খান আহমেদ মুরশিদ, সিআরপির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিক উল ইসলাম, পারসোনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কানিজ আলমাস খান, জিপিআইটির প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা সৈয়দা ইয়াসমিন রহমান, ঊর্মি গ্রুপের পরিচালক আসিফ আশরাফ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সাজ্জাদ জহির, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরের সহসভাপতি রুবিনা হোসাইন ফারুক, গ্রো এন এক্সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম জুলফিকার হোসেন, *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, *প্রথম আলোর* যুব কর্মসূচির সমন্বয়ক মুনীর হাসান এবং প্রথম আলো জবসের কার্যনির্বাহী প্রধান হোমাইরা শারমিন প্রমুখ।